দেশের সব বিমানবন্দর ও এয়ারপোর্টে বাড়তি সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশ



সংগৃহীত ছবি

চলমান সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনার প্রেক্ষাপটে দেশের সব বিমানবন্দরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেবিচকের সদর দপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি সব বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেবিচকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ। চিঠিতে বলা হয়েছে, সব বিমানবন্দরে সিসিটিভি মনিটরিং, ফুট ও ভেহিক্যাল পেট্রোল বাড়ানোসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এছাড়া, সম্ভাব্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সব প্রস্তুতি রাখতে হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, বিমানবন্দরে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করতে হবে এবং ফায়ার সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। নিরাপত্তা নীতিমালা (কেপিআই) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা, অনুমোদিত ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া না এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নিয়মিত টহল চালানোও নিশ্চিত করতে হবে।

চিঠিতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, যাত্রী, ব্যাগেজ, কার্গো এবং যানবাহনের যথাযথ তল্লাশি নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি—যেমন স্ক্যানার, মেটাল ডিটেক্টর, সিসিটিভি—প্রতিদিন পরীক্ষা করে কার্যকারিতা যাচাই করতে হবে। এছাড়া, দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত ব্রিফিং প্রদান করে সতর্ক অবস্থায় রাখা, সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বস্তু শনাক্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং সিসিটিভি মনিটরিং সেল ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইনসহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলো পরিদর্শন করে সতর্কতা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিমানবন্দর জুড়ে অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা ২৪/৭ সক্রিয় রাখতে হবে।

বেবিচক সূত্র জানায়, সম্প্রতি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে বিমানবন্দরগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। এবার সংস্থাটি সব বিমানবন্দরে অতিরিক্ত সতর্কতার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিরোধ সম্ভব হয়।